মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কম্বোডিয়া সফর

সংবাদ সম্মেলন

বক্তব্য

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণভবন, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৪, ৭ ডিসেম্বর ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা।

আসসালামু আলাইকুম। শুভ অপরাহ্ন।

শুরুতেই মহান বিজয়ের মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, জাতীয় চারনেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০-লাখ শহিদ ও ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম জানাচ্ছি।

কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেনের আমন্ত্রণে গত ৩ থেকে ৫ই ডিসেম্বর আমি কম্বোডিয়া সফর করি। মাননীয় বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সরকারের অন্যান্য বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ আমার সফরসঙ্গী ছিলেন। এছাড়া ৮-সদস্যের বৌদ্ধ ধর্মীয় ভিক্ষুদের একটি প্রতিনিধিদল এবং একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল আমার সফরসঙ্গী ছিলেন।

সফরকালে কম্বোডিয়া সরকার নমপেনের ৩৩৭ নম্বর সড়কটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণের ঘোষণা দেয়। আমরাও ঢাকার বারিধারা কূটনৈতিক এলাকায় অবস্থিত ''পার্ক রোড'' রাস্তাটি কম্বোডিয়ার প্রয়াত রাজা নরোদম সিহানুকের নামে নামকরণের ঘোষণা দেই।

কম্বোডিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশের অন্যতম বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র। প্রাচীনকাল থেকে দু'দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। দুই দেশই ১৯৭০-এর দশকে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের শৃঙ্খল ভেঙ্গে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। উভয় দেশই গণহত্যা এবং মানবতা বিরোধী অপরাধের শিকার হয়েছে এবং স্বীয় প্রচেষ্টায় ধ্বংসস্তুপ থেকে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্স-এ অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কম্বোডিয়ার প্রয়াত রাজা প্রিন্স নরোদম সিহানুকের সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে দু'দেশের সম্পর্কের যাত্রা শুরু হয়।

দু'দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মধ্যেও সাদৃশ্য রয়েছে। বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এ কারণে দু'দেশের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা বৃদ্ধি পেলে আমরা উভয়ই লাভবান হব।

আমার আমন্ত্রণে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন ২০১৪ সালের ১৬ থেকে ১৮ই জুন বাংলাদেশ সফর করেন। সে সময় দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক বেশ কয়েকটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

সুধিবৃন্দ,

গত ৩রা ডিসেম্বর দুপুরে আমরা কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে পৌঁছি। বিকেলে আমি কম্বোডিয়ার স্বাধীনতার স্মৃতিস্তম্ভ ও কম্বোডিয়ার প্রয়াত রাজা নরোদম সিহানুক-এর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করি। একই দিন আমি নমপেনে অবস্থিত Tuol Sleng বা Genocide Museum পরিদর্শন করি। কম্বোডিয়ার গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতিগুলো এই মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। রাতে আমাদের রাষ্ট্রদূত আয়োজিত নৈশভোজে এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় যোগ দেই।

সফরের দ্বিতীয় দিনে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হই। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় Peace Palace-এ পৌঁছালে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী আমাকে স্বাগত জানান এবং সেদেশের সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকসদল Guard of Honour প্রদান করে।

পরে দু'দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শুরু হয়। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কৃষি, মৎস্য, পর্যটন, তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

আমরা উভয় দেশই কূটনৈতিক সম্পর্ক গভীরতর করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ে জয়েন্ট কমিশনের প্রথম বৈঠক আগামী বছরের প্রথমভাগে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এ ছাড়া বাণিজ্য সম্পর্ক গতিশীল করার উদ্দেশ্যে গঠিত বাণিজ্য মন্ত্রী পর্যায়ে Joint Trade Council-এর প্রথম সভাও আগামী বছর অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উভয়পক্ষ সম্মত হই। কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী দু'দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠকের প্রস্তাব করেন।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে আমরা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা বিবেচনায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক গভীরতর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একমত হই। কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী সে দেশের কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণে বাংলাদেশের বিনিয়োগ আহ্বান করেন।

বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য কম্বোডিয়ার ভিসা সহজীকরণের লক্ষ্যে আমার প্রস্তাবে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী Multiple-entry সুবিধাসহ দীর্ঘমেয়াদী ভিসা প্রদানের প্রস্তাবে সম্মত হন। দু'দেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আমরা একমত হই।

কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের লক্ষ্যে সহায়তা করার ব্যাপারে আমার অনুরোধে তিনি ইতিবাচক সাড়া দেন। তিনি আসিয়ানের ''সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার'' হওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রার্থিতার পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেন।

তাছাড়া, ''মেকং-গঙ্গা সহযোগিতা ফোরাম''-এ বাংলাদেশের যোগ দেওয়ার ব্যাপারে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। বৈঠক শেষে ১০টি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এগুলো হল:

(ক) জয়েন্ট ট্রেড কাউন্সিল গঠন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক;

(খ) ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক;

(গ) শ্রম ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ খাত সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক;

(ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক;

(ঙ) পর্যটন ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক;

(চ) যুদ্ধের ইতিহাস, স্মৃতিস্তম্ভ এবং স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণে সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক;

(ছ) মৎস্য ও অ্যাকুয়াকালচার বিষয়ক সমঝোতা স্মারক;

(জ) বিনিয়োগ প্রসার সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক;

(ঝ) উভয় দেশের শীর্ষ বাণিজ্যিক সংগঠনের মধ্যে সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি;

(ঞ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (BIISS) এবং রয়্যাল একাডেমি অব কম্বোডিয়া (RAC)-এর মধ্যে একাডেমিক পর্যায়ে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর আমরা একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেই। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আলোচনার আলোকে উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ আনুষ্ঠানিক যৌথ বিবৃতিতে (Joint Communique) স্বাক্ষর করেন ।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর কম্বোডিয়ার রাজা Norodom Sihamoni-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করি। বিকেলে কম্বোডিয়ার চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত একটি ''বিজনেস ডায়ালগ''-এ প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করি। দু'দেশের ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের উভয় দেশে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগের সুযোগ কাজে লাগানোর আহ্বান জানাই।

এ ছাড়া আমি কম্বোডিয়ার ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট Mr. Heng Samrin এবং সিনেটের প্রেসিডেন্ট Mr. Pheakdey Say Chhum-এর সঙ্গে বৈঠক করি। দু'দেশের পার্লামেন্টের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আমরা আলোচনা করি। ঐ দিন সন্ধ্যায় আমি কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আয়োজিত নৈশভোজে অংশগ্রহণ করি।

সফরের শেষ দিন সকালে কম্বোডিয়ার প্রিন্স ও FUNCINPEC পার্টির সভাপতি রানারিধ আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। তিনি এর আগে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সাক্ষাতকালে আমরা এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করি।

এ সফর বন্ধুপ্রতীম কম্বোডিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা সুদৃঢ় ও গভীরতর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এবং দু'দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...